আবু লুবাবাহ ইবনে মুনযির ও

তার ৬জন সাথীর তওবা ও ক্ষমার ঘটনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে," আবু লুবাবাহ ইবনে মুনযির ও তার ৬জন সাথীর ক্ষমার ঘটনা।"

এই ৭ জন কোন প্রকার শরয়ী ওজর ছাড়া তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে ঘোষনা করেনঃ

সুরা আত তওবা ৯,আয়াতঃ১০৩-১০৬

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ

اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

(হে নবী সাঃ)! তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে

পাক-সাফ করে দেবে, আর তাদের জন্যে দু'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দুআ' হচ্ছে তাদের জন্যে শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শুনেন ,খুব জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ

الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

তারা কি এটা অবগত নয় যে , আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবূল করেন, আর তিনিই দান-খয়রাত কবূল করে থাকেন, আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তওবা কবূল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সমর্থবান?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ
وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

হে নবী (সঃ)!তুমি বলে দাওঃ তোমরা কাজ করতে থাকো, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও ঈমানদারগণ, আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

এবং আরও কতক লোক আছে যাদের (সিদ্ধান্তের) ব্যাপার মূলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, অথবা তাদের তওবা কবূল করবেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

এ ঘটনা বুঝতে হলে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

<u>তাবুক যুদ্ধ</u>

অন্য যে কোন যুদ্ধের ঘোষনা রসুল (সঃ) আগেই দিতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের ঘোষনা আগেই দিয়ে দিলেন। যদিও মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচন্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গেছে, সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দুটির বৃহত্তম শক্তির একটি রোম এর মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো, সিরিয়ার দিকে যেতে হবে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান(রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে অউফ(রাঃ), বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর(রাঃ) তাঁর সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর(রাঃ) তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই রসুল(সঃ) এঁর কাছে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকুই উতসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে নজরানা পেশ করেন। দলে দলে প্রাণ উতসর্গকারী লোক যুদ্ধ যাত্রার জন্য আসতে থাকেন। যারা সওয়ারী পেতেননা তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রসুলের কাছের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো।

৩০০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে রসুল(সঃ) ৯ম হিজরীর রজব মাসে রোম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন,এবং তাবুক পৌছে তারা জানতে পারেন কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এর আগে মুতার যুদ্ধে খৃষ্টানদের এক লাখের সাথে মুসলমানদের তিন হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য খৃষ্টান সেনানায়ক দেখেছিল তারপর খোদ রসুল(সঃ) এঁর নেতৃত্বে ৩০০০০ যে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখানে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার মোকাবিলা করার হিম্মত খৃষ্টানদের ছিল না।

আবু লুবাবাহ হিজরতের আগে আকাবার বাইয়াতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদর ,ওহোদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু কোন প্রকার সরয়ী ওজর ছাড়া তিনি ও অন্য ৬ জন তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তারা নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন এবং বলেন মাফ না করা পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হলেও আমরা পরোয়া করবো না। কিছুদিন চলে গেলে,একদিন তারা বেহুশ হয়ে পড়েন। শেষে তাদের জানানো হলো আল্লাহ এবং তাঁর রসুল তাদের মাফ করেছেন।

মাফ করার পর তারা বললেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং আমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেবো।

এটাও আমাদের তওবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রসুল(সঃ)বললেন ,সমস্ত দান করার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা ,আসুন আমরা নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর কাছ তওবা করি ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আসা করা যায় আল্লাহ গফুরুর রহীম আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। এবং নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....